যুগান্তর

তারিখ 05 DEC 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

চুয়াডাঙ্গায় স্কুলছাত্রীর আত্মহত্যার ঘটনায় সড়ক অবরোধকারী শিক্ষার্থীদের শান্ত করার চেষ্টা করছেন পুলিশসহ প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা যুগান্তর

চুয়াডাঙ্গায় পরীক্ষার খাতা কেড়ে নেয়ায় ছাত্রীর আত্মহত্যা

চুয়াডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গায় পরীক্ষার হলে খাতা কেড়ে নেয়ায় ক্ষোভে এক মেধাবী ছাত্রী গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মারা যাওয়া ছাত্রী সুরাইয়া সুলতানা রিমু চুয়াডাঙ্গা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণীতে পড়ত। এ মৃত্যুর জন্য স্কুলের শিক্ষক হাসানুজ্জামানকে দায়ী করে রোববার সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছে রিমুর সহপাঠীরা। এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরে দুঃসহ যানজটের সৃষ্টি হয়। চুয়াডাঙ্গা সবুজপাড়ার শরিফুল ইসলামের একমাত্র সন্তান সুরাইয়া সুলতানা রিমু। শনিবার সন্ধ্যায় বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে সে আত্মহত্যা করে। প্রতিবেশীরা জানান, বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালে শিক্ষক খাতা কেড়ে নেয়ায় রিমু দশম শ্রেণীতে উঠতে পারবে না ভেবে ক্ষোভে-দুঃখে আত্মহত্যা করে। রাতেই তার লাশ দাফন করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় ইউডি মামলা হয়েছে।

রিমুর সহপাঠী নাতাসা, লাবণ্য, সুমনা, মারিয়াসহ বেশ কয়েকজন অভিযোগ করে জানায়, শনিবার গণিত পরীক্ষার সময় শিক্ষক হাসানুজ্জামান রিমুর খাতা কেড়ে নেন। বাসায় ফিরে রাতে সে ক্ষোভে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। সহপাঠীরা জানায়, রিমু অত্যন্ত মেধাবী ছিল। সে পঞ্চম শ্রেণীতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি ও জেএসসিতে গোল্ডেন জিপিএ পেয়েছে। কিন্তু হাসানুজ্জানের কাছে প্রাইভেট না পড়ায় তিনি হলে তুচ্ছ কারণে রিমুর খাতা কেড়ে নেন। হাসানুজ্জামান আগে থেকেই হুমকি দিয়ে আসছিলেন যারা তার কাছে প্রাইভেট না পড়বে তারা কীভাবে দশম শ্রেণীতে ওঠে তা তিনি দেখে নেবেন। ছাত্রীরা জানায়, হাসানুজ্জামান ক্লাস ফাঁকি দেন। কেউ কোনো কিছু না পেরে জিজ্ঞেস করলে নানা রকম অপমানজনক কথা বলেন এবং শাস্তি দেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে পরীক্ষায় জটিল প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। যাতে ছাত্রীরা তার কাছে প্রাইভেট পড়তে বাধ্য হয়। রিমুর সহপাঠীরা তার আত্মহত্যার জন্য হাসানুজ্জামানকে দায়ী করেছে।

প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

রোববার সকালে ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীরা বার্ষিক পরীক্ষা দিতে এসে রিমুর আত্মহত্যার কথা জানতে পারে। ক্ষুব্ধ ছাত্রীরা পরীক্ষা শেষে দুপুর ১টার দিকে জেলা শহরের প্রধান সড়কের দুই লেন আটকে বিক্ষোভ করে। এতে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে কয়েক কিলোমিটার যানজট সৃষ্টি হয়। দুপুর ২টার দিকে সেখানে আসেন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বেলায়েত হোসেন ও জেলা প্রশাসক সাইমা ইউনুস। তারা পরিস্থিতি সামাল দিতে হিমশিম খান। ছাত্রীরা রিমুর আত্মহত্যার প্ররোচণাকারী শিক্ষকের বিচার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকে। জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিক স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষক ও কমিটির সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন। পরে ঘটনাস্থলে এসে রিমুর আত্মহত্যার পেছনে দায়ী ব্যাক্তির সুষ্ঠু বিচারের আশ্বাস দিলে ছাত্রীরা বেলা ৩টার দিকে অবরোধ তুলে নেয়। স্কুলের সভাপতি ও জেলা প্রশাসক সায়মা ইউনুস জানান, ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য ৫ সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।